আলী হাসান উসামা

নিরাপদ থাকার
দুআ ও আমল

নিরাপদ থাকার
দুআ ও আমল

আলী হাসান উসামা

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : জুন ২০২৩

© : লেখক

মূল্য : ৳ ১৮০, US $ 10. UK £ 7

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক

কালান্তর প্রকাশনী

বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র

ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক : **নহলী**

অনলাইন পরিবেশক : **রকমারি, ওয়াফি লাইফ**

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া

ISBN : 978-984-97691-5-6

Nirapod Thakar Dua O Amal
by **Ali Hasan Usama**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

অর্পণ

আমার সকল শায়খ ও মুরশিদের উদ্দেশে—

সাবেক আমিরে হেফাজত আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী (রাহিমাহুল্লাহ), যিনি আমার বায়আত গ্রহণ করেছিলেন এবং সুলুকের পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছিলেন।

সাবেক আমিরে হেফাজত শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফি রাহ.-এর খলিফা কারি শামসুল ইসলাম রায়পুরি (ফাক্কাল্লাহু আসরাহু), কারাগারের নির্মম বন্দিজীবনে যিনি আমাকে সাধনা করিয়ে, সুলুকের মৌলিক ধাপগুলো অতিক্রম করিয়ে গায়েবি ইশারার ভিত্তিতে চার তরিকারই ইজাজত দিয়েছেন এবং আমৃত্যু জবান ও কলমের মাধ্যমে সুলুকের খিদমত করে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন।

খলিফায়ে হাফেজ্জী আল্লামা আবদুল হক মোমেনশাহী (হাফিজাহুল্লাহ), কারামুক্ত জীবনে যিনি এই অধমকে হাফেজ্জী হুজুরের ফুয়ুজ ও আনওয়ারের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত করিয়েছেন, ইসলাহের পথে চলার দীপ্ত মশাল হাতে তুলে দিয়েছেন এবং চিশতিয়া তরিকার ওপর নিজ মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলের মঞ্চে সব উসতাজ ও তালিবুল ইলমের উপস্থিতিতে ইজাজত দিয়েছেন।

প্রকাশকের কথা

আমাদের যাপিত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এবং বলা যায় শ্রেষ্ঠ এক অনুষঙ্গ হলো দুআ। দুআর গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দুআ করলে আল্লাহ তাআলা অনেক খুশি হন এবং দুআর আমলে তিনি রেখেছেন অবারিত সাওয়াব।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি দুআর প্রচলিত গ্রন্থগুলো থেকে কিছুটা ভিন্ন। লেখকের ভূমিকায় এ ব্যাপারে বিশদ ধারণা পাবেন। আর এই গ্রন্থের প্রায় সব দুআ-আমলই পরীক্ষিত। আমাদের বুজুর্গানে দীন এবং খোদ লেখকও জীবন-সংগ্রামের কঠিন ময়দানে এগুলো থেকে সুফল পেয়েছেন। কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে এই দুআ ও আমলগুলো করলে ইনশাআল্লাহ নিরাশ হবেন না।

গ্রন্থটির কাজের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা বা চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করা হয়নি। আমাদের চেষ্টা-শ্রমের পরও ভুল থাকা স্বাভাবিক। সংশোধনযোগ্য তেমন কিছু ধরা পড়লে অবশ্যই জানাবেন।

প্রুফ দেখা থেকে নিয়ে ছাপা হয়ে আপনাদের হাতে পৌঁছা পর্যন্ত গ্রন্থটির কাজে যারা জড়িত ছিলেন, সবার জন্য দুআ করি, আল্লাহ যেন উত্তম বিনিময় দান করেন।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
১০ জুন ২০২৩

সূচিপত্র

ভূমিকা	১১
যখন খোলা থাকে আসমানের দরজা	১৭
কুরআন থেকে প্রয়োজনীয় কয়েকটি দুআ	২৩
সকাল-সন্ধ্যার জিকির	৩১
ফরজ নামাজের পরের আমল	৪৩
ঘুমানোর আমল	৪৭
সফরের দুআ ও আমল	৫৩
বিভিন্ন সময়ে নিরাপদ থাকার দুআ	৫৮
হাদিস থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দুআ	৬০
মানজিল	৬৯
আয়াতুস সাকিনা	৮৩
আয়াতুন মুনজিয়াত	৮৭
ইসমে আজম দিয়ে সূচিত আয়াতসমূহ	৯১
শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবির অভিজ্ঞতা	৯৯
আনওয়ার শাহ কাশমিরির অভিজ্ঞতা	১০৯
আশরাফ আলি থানবির অভিজ্ঞতা	১২১
ইমাম আবুল হাসান শাজিলির দুআ	১৩১
আসমাউল হুসনার জিকির	১৪৫

ভূমিকা

এটি গতানুগতিক দুআর কোনো বই নয়। এ বিষয়ে বাজারে ছোট-বড় শত শত বই রয়েছে। এ বইটি সংকলন করেছি প্রথমত নিজের সুবিধার জন্য। ইসলাম যেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়, সেখানে ইসলামের ধারক-বাহকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। উপরন্তু হিন্দুত্ববাদের ধারালো নখর, ফ্যাসিবাদের বিষাক্ত ছোবল, পশ্চিমাদের স্বার্থান্বেষী মনোভাব, বাতিল ফিরকাগুলোর কূটচাল, লেবাসধারী মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র আর দেশীয় বুর্জোয়াদের উদ্ধত যুদ্ধংদেহী অবস্থান পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করে তুলেছে। এখন দরকার আত্মরক্ষার হাতিয়ার। দৃশ্যমান হাতিয়ারের চেয়ে অদৃশ্য হাতিয়ারের শক্তি বেশি। তা ছাড়া মুমিন তো জানেই দৃশ্যমান জগতে কেবল তা-ই ঘটে, যা অদৃশ্যে ফায়সালা হয়। এটি ইমানের মৌলিক রুকনও বটে (তাকদিরের ওপর ইমান)। আত্মরক্ষার হাতিয়ার না থাকলে শত্রু তো যূথবদ্ধ হয়ে অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বেই।[১] কিন্তু হাতিয়ারগুলো বড় বিক্ষিপ্ত—একেকটা একেক জায়গায় ছড়ানো। তাই বাধ্য হয়ে এগুলো একত্রিত করতে হলো, যাতে প্রয়োজনের সময় নিজেও উপকৃত হতে পারি; আর যাঁরা আমাদের ভালোবাসেন, তাঁরাও যৎকিঞ্চিৎ উপকার লাভ করতে পারেন।

---

[১] সুরা নিসা : ১০২।

নাফস ও শয়তানের সঙ্গে দুর্বার লড়াই সর্বদা চলমান। এর মধ্যে এখন চারদিকে চলছে তুমুলভাবে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। এ যুদ্ধে যারা হারবে, তাদের গলায় থাকবে অদৃশ্য শৃঙ্খল। তারা হবে কুফরি শক্তির গোলাম। মানসিকভাবে ভেঙে পড়া লোকদের দিয়ে ময়দানের লড়াই চলে না। তাই দৃশ্যমান লড়াইয়ে জড়িয়ে অযথা নিজেদের ক্ষতি ডেকে না এনে এ যুগে ইসলামের শত্রুরা মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে মুমিনদের পরাজিত করে ফেলে। ফলে মুমিনরা হয়ে যায় অদেখা জালে বন্দি। এরপর তারা কী ভাববে, কী করবে, কী শিখবে, কী পড়বে, কী গড়বে, কী চর্চা করবে, কী অনুসরণ করবে, কীভাবে দাজ্জালি মিশন এগিয়ে নেবে—এ সবই ধীরে ধীরে তাদের মস্তিষ্কে পুশ করা হয় বিভিন্ন সুন্দর মোড়কের আড়ালে, তাদের সম্পূর্ণ অবচেতনে। এসব কারণে আগের তুলনায় এখন ঝুঁকি আরও বেড়েছে। কে কখন ইমান হারিয়ে বসে, সেই শঙ্কা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরণের উপায় একটাই—আল্লাহর সাহায্য। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সে পথই খানিকটা সুগম করা হয়েছে।

এখন ফিতনার যুগ। 'শাহওয়াত' তথা কু-প্রবৃত্তি ও নিষিদ্ধ চাহিদা এবং 'শুবুহাত' তথা সন্দেহ-সংশয়ের ফিতনা ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে। ইমানচোর ঢুকেছে সমাজের পরতে পরতে। সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ তো আছেই। সুন্দরী নারী ও শ্মশ্রুহীন বালকদের হাতছানি তো চলছেই। ব্ল্যাক ম্যাজিকের প্রয়োগও ঘটছে। নজর তথা হিংসাত্মক দৃষ্টির ক্ষতিও অনেককে ভোগ করতে হচ্ছে। ভণ্ড কবিরাজদের তাবিজ-কবচও কারও সর্বনাশ ডেকে আনছে। একদিকে ইমানের দুর্বলতা আর অন্যদিকে ইবলিসি শক্তির উপর্যুপরি আক্রমণ—বাঁচবেন কীভাবে? কিছু প্রতিরক্ষাশক্তি তো অর্জন করতেই হবে।

আমরা এই গ্রন্থে যা কিছু এনেছি, সব মাসনুন নয়, অনেক কিছু মুবাহও (বৈধ)। তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ বা আমলের অযোগ্য, এমন কিছু

আনিনি। সুন্নাহর বরকত তো সুন্নাহেই পাওয়া যাবে। ঘোড়ার কপালে যেমন (হাদিসের ঘোষণা অনুসারে) কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ লেখা থাকবে। তবে যুগের প্রয়োজনে মোটরবাইক নিয়েও পথ চলতে হয়। কখনো-বা আধুনিক মোটরযান নিয়ে শত শত কিলোমিটার পথ মাড়িয়ে জালিমদের ওপর অগ্রাভিযান চালাতে হয়। কোনটার ক্রিয়া কোন গতিতে প্রকাশ পাবে তা ভিন্ন বিষয়; কিন্তু নবুওয়াতের নুর ও ওহির বরকত মিশ্রিত হয়েছে যার সঙ্গে, তার তুলনা কি আর অন্য কিছুর সঙ্গে চলে? এ কারণে সুন্নাহকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার; তবে প্রয়োজনের খাতিরে বৈধকেও সঙ্গে রাখা যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বৈধকে বৈধ করেছেন আমাদের উপকারের জন্যই। এখন আমরা এর দ্বারা উপকৃত হলে শুকরিয়া বাড়বে, সৃষ্টির রহস্য আরও গভীরভাবে উপলব্ধ হবে।

গ্রন্থটি আগামীতে আরও পরিমার্জিত হবে। লড়াই যতদিন শেষ না হবে, হাতিয়ারের প্রয়োজনও ততদিন চলতে থাকবে। প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুসারে কখনো-বা হাতিয়ার বদলাতে বা বাড়াতে-কমাতে হবে। অভিজ্ঞতার সংকলন যেহেতু, তাই অভিজ্ঞতা যত ঋদ্ধ হবে, গ্রন্থের কলেবরও তত সমৃদ্ধ হবে। প্রতিটি দুআ প্রথমে প্রয়োগ করা হয় বাস্তব জীবনে। ফলাফল দেখার চেষ্টা করা হয় স্বচক্ষে। ইলমুল ইয়াকিনের স্তর অতিক্রম করে আইনুল ইয়াকিন হওয়ার পরই একেকটি দুআ স্থান পায় গ্রন্থে। হাতে গোনা কয়েকটি দুআ এমন, যা প্রয়োগ করে দেখার সময় ও সুযোগ হয়নি। তবে অধিকাংশ হাতিয়ারই এমন, যা শুধু নেড়েচেড়ে নয়; বরং জায়গামতো ব্যবহার করে কার্যকারিতা পরখ করা হয়েছে।

তবে হ্যাঁ, আমরা যাদের জাহিরি ও অক্ষরবাদী বলি, তারা এ গ্রন্থটি পছন্দ করবে না। তা ছাড়া গ্রন্থটি মূলত তাদের জন্য মোটেও উপযোগী নয়। তাদের জন্য তাদের বিজ্ঞ গুরুদের হাজারও রচনা রয়েছে, সেগুলো ছেড়ে এটার দিকে নজর দেওয়ারই-বা কী দরকার! তাই এটিকে আমার

জন্য এবং আমার মতো সরল-সহজ মানুষদের জন্য ছেড়ে দিলেই হয়। সবাই তো আর মুজাদ্দিদ ইমাম হবে না, কাউকে কাউকে আলাভোলাদের কাতারে ধরে নিলেই হয়। যাদের চোখে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, মুহাম্মাদ আল ফাতিহ, জালালুদ্দিন খাওয়ারিজমশাহ, নুরুদ্দিন জিনকি, সাইফুদ্দিন কুতুজ, রুকনুদ্দিন বাইবার্স, শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ, আওরঙ্গজেব আলমগির বা মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রাহ.—কারও আকিদাই সঠিক ছিল না; তাদের কাছে নিজেদের সহিহ প্রমাণের কোনো গরজ আমরা অনুভব করি না। এদের পূর্বসূরিরা তো সামান্য মতভিন্নতার কারণে নিজ দলের লোকদেরও ছাড় দেয়নি। ইমাম বুখারিকে দেশছাড়া করেছে, ইমাম ইবনু হিব্বানকেও বাগদাদে থাকতে দেয়নি। আরও কত ইমামকে কতভাবে উত্ত্যক্ত ও পীড়িত করেছে কথিত এই 'সহিহবাদ' রক্ষার মিছে অজুহাতে। সুতরাং এই যুগেও তারা যত উগ্রতাই দেখাক না কেন, তা আর নতুন কী!

অলংকারশাস্ত্রের পাতা উলটিয়ে না দেখা ছেলেটিও যখন শেখ সাদির 'বালাগাল উলা বি কামালিহি' কবিতায় শিরক খুঁজে পায়, এমনকি তাদের শায়খই যখন হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহ.-কে ডালিম গাছের নিচে বসে দারস দেওয়ার কারণে মুশরিক বলে বেড়ায়, কেউ-বা আল্লাহ তাআলার সকল গুণ সাব্যস্ত করার পরও আহলুস সুন্নাহর অনেক কিংবদন্তি আলিমকে সম্পূর্ণ মিথ্যা কল্পনাপ্রসূত অভিযোগ তুলে জাহমিয়া বলে ট্যাগ দিয়ে বেড়ায়, তখন তাদের থেকে আর কী ইনসাফ আশা করা যায়!

কুরআন-সুন্নাহর দুআগুলো একত্রে পেতে চাইলে *মুনাজাতে মাকবুল* চমৎকার বই। আর বিভিন্ন সময়ের জিকির ও দুআ নিয়ে তো আলহামদুলিল্লাহ শত শত বই ইসলামি গ্রন্থাগারগুলোতে বিদ্যমান। প্রত্যেকে আপন আপন রুচি অনুযায়ী যেকোনোটি সংগ্রহে রাখতে পারেন। তবে **শুধু নিরাপদ থাকার দুআ ও আমল** নিয়ে এ ধরনের কোনো সংকলন বাংলাভাষায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এ থিমটি দাঁড় করানোর আগ্রহ

আমার প্রথম জাগে ইদারায়ে হিত্তিন থেকে প্রকাশিত *হিসনুল মুজাহিদ* গ্রন্থটি দেখে। এরপর সেই আগ্রহ দৃঢ় ইচ্ছা বরং সিদ্ধান্তে রূপ নেয় জীবনের ভয়ংকর এক অভিজ্ঞতায় পড়ে।

এটি আমাদের প্রাথমিক প্রয়াস। যা কিছু কল্যাণকর তা আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর যা কিছু ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা, তা আমার দুর্বলতা ও গাফলতির কারণে। আল্লাহ তাআলা সংকলনটি কবুল করুন। এর সঙ্গে জড়িত সবাইকে উত্তম বদলা দান করুন। যে স্বপ্ন নিয়ে এর জাল বোনা হয়েছে, প্রত্যেক পাঠকারীর জীবনে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করুন। আমিন।

আলী হাসান উসামা
মারকাজুল ইমাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রাহ.
আলীপুর, রাজবাড়ী।
১৩ মে ২০২৩

যখন খোলা থাকে আসমানের দরজা

১. আজান ও জিহাদের সময়

আবু সাহল সায়িদি রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَقَلَّمَا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ عِنْدَ حُضُورِ النِّدَاءِ وَالصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ

দুটো সময় এমন, যখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং দুআকারীর দুআ খুব কমই ফিরিয়ে দেওয়া হয়—আজান এবং আল্লাহর পথে জিহাদে সারিবদ্ধ হওয়ার সময়।[২]

অন্য বর্ণনায় হাদিসটি এভাবে এসেছে,

ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ، أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

দুটো দুআ এমন, যা ফেরানো হয় না। অথবা বলেছেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ), খুব কমই ফেরানো হয়—আজান এবং যুদ্ধের সময়ের দুআ, যখন মুজাহিদরা শত্রুর মুখোমুখি হয়।[৩]

আনাস ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

---

[২] *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* : ১/১১৮-২/১৯২; *মুওয়াত্তা মালিক* : ১৭৮।

[৩] *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫৪০; *সুনানুদ দারিমি* : ১২০০; *সহিহ ইবনু খুজাইমা* : ৪১৯; *আল-মুসতাদরাক, হাকিম* : ২৫৩৪; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ১৭২০।

لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দুআ ফেরানো হয় না।[৪]

২. শেষ রাতে

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْبَاقِي، يَهْبِطُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَهُ، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ؟ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহামহিম আল্লাহ তাআলা নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন। এরপর আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। তারপর তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করে বলেন, 'কোনো প্রার্থী কি আছ, যাকে তার প্রার্থিত বস্তু দেওয়া হবে?' এভাবেই চলতে থাকে, যতক্ষণ-না ভোর হয়।[৫]

৩. সোম ও বৃহস্পতিবার

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

সোম ও বৃহস্পতিবার আসমানের দরজারসমূহ খোলা হয়। তখন এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয়, যারা আল্লাহর

[৪] সুনানু আবি দাউদ: ৫২১।

[৫] মুসনাদু আহমাদ: ৩৬৭৩।

সঙ্গে কোনোকিছু শরিক করে না। তবে সেই দুজনকে ক্ষমা করা হয় না, যার মধ্যে ও তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতা থাকে। আল্লাহ বলে দেন, তোমরা (ফেরেশতারা) এ দুজনকে মীমাংসা করা পর্যন্ত ছেড়ে দাও।[৬]

৪. রমজানে

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ

যখন রমজান মাস আসে, তখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়; আর শয়তানদের শিকলে বাঁধা হয়।[৭]

এক সাহাবি বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

فِي رَمَضَانَ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغَلَّقُ أَبْوَابُ النَّارِ، وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ: يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ، وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ أَمْسِكْ

রমজানে আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করা হয়। এ মাসে প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানকে বন্দি করা হয় এবং প্রতি রাতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করতে থাকে, 'হে কল্যাণকামী, তুমি ধাবিত হও; আর হে অকল্যাণকামী, তুমি নিবৃত্ত হও।'[৮]

---

[৬] মুসনাদু আহমাদ: ১০০০৬, ৯০৫৩।

[৭] সহিহ বুখারি: ১৮৯৯।

[৮] মুসনাদু আহমাদ: ১৮৭৯৪।

৫. সিজদা অবস্থায়

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

বান্দা রবের সবচেয়ে কাছে থাকে, যখন সে সিজদারত থাকে। সুতরাং তোমরা (সিজদায়) বেশি করে দুআ করো।[৯]

রাসুলুল্লাহ ﷺ সিজদায় অনেক দুআ করতেন। সুতরাং আমরাও নফল নামাজে কুরআন-হাদিসে বর্ণিত যেকোনো দুআ পড়তে পারি। যেমন, আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وجِلَّهُ، وأَوَّلَهُ وآخِرَهُ وعَلانِيَتَهُ وسِرَّهُ

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর সিজদায় এ দুআ করতেন, 'হে আল্লাহ, আমার ছোট ও বড়, প্রথম ও শেষ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব গুনাহ ক্ষমা করুন।'[১০]

তবে নামাজে বাংলায় দুআ করা সমীচীন নয়। মুআবিয়া ইবনুল হাকাম সুলামি রা. বর্ণনা করেন; রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّما هو التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وقِرَاءَةُ القُرْآنِ

নিশ্চয় নামাজে মানুষের মুখে প্রচলিত কোনো কথা বলা উচিত নয়। এটা তো তাসবিহ, তাকবির ও কুরআন তিলাওয়াতের জায়গা।[১১]

---

[৯] সহিহ মুসলিম : ৪৮২; সুনানু আবি দাউদ : ৮৭৫; মুসনাদু আহমাদ : ৯৪৬১।

[১০] সহিহ মুসলিম : ৪৮৩।

[১১] প্রাগুক্ত : ৫৩৭।